

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نُحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكْرِیْمِ

চাঞ্চল্যপূর্ণাৰ খুতবা ড়ুৱাআ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র
উত্তম গুণাবলীর স্মৃতিচারণায় ঈমান উদ্দীপক বিবরণ ।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মিৰ্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ
আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৫ জুলাই, ২০২২
ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্বা মোহাম্মাদন আবদোহু
ওয়্যারাসুলোহু। আন্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম।
আলহামদু লিল্লাহে রক্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু
অ-ইয়্যাকা নাশতাইন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম।
গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।
হযরত মুহাজির (রা.) সানা'য় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে পত্র মারফৎ পুরো
বৃত্তান্ত জানান। হযরত আবু বকর (রা.) মা'আয বিন জাবল (রা.) এবং ইয়েমেনের অন্যান্য গভর্নরদের
অনুমতি দেন যে তারা ইচ্ছা করলে ইয়েমেনে থেকে যেতে পারেন অথবা চাইলে নিজ নিজ স্থানে কাউকে
নিযুক্ত করে মদীনায ফিরে আসতে পারেন। তারা সবাই সেই মোতাবেক মদীনায ফিরে আসেন। হযরত আবু
বকর (রা.) মুহাজির (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন হযরত ইকরামা (রা.)-কে সাথে নিয়ে হাযার মওত
যান এবং হযরত যিয়াদ বিন লাবীদকে সাহায্য করেন; হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (রা.)'র এসে
পৌছনো অবধি কিন্দা গোত্রের মুরতাদ এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে হযরত যিয়াদ বিন
লাবীদ (রা.) তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র আজ্ঞা
পালনে সানা'আ থেকে হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়া (রা.) এবং আবীয়ান থেকে হযরত ইকরামা (রা.)
হাযার মওত অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন। মা'রব নামক স্থানে তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে।

ঘটনাচক্রে কিন্দার এক যুবক ভুলক্রমে তার ভাইয়ের একটি উটনী যাকাত হিসেবে প্রদান করে;
হযরত যিয়াদ সেটিকে যাকাতের উট মনে করে আগুনের চিহ্ন দিয়ে দেয়ার পর সে সেটি পরিবর্তন করতে

আসে, কিন্তু হযরত যিয়াদ রাজি হন নি। তখন ঐ যুবক সাহায্যের জন্য তার গোত্রের লোকজনকে ডাকে। আবু সুমাইত এবং তার সাথীরা জোর করে উটনীটিকে ছেড়ে দেয়। হযরত যিয়াদ (রা.) আবু সুমাইত এবং তার সাথীদের বন্দি করে আর উটনীটিকেও নিজেদের হেফাযতে নিয়ে নেন। তারা তখন তাদের দলের অন্য লোকদের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করে। যিয়াদ (রা.) তাদের ওপর আক্রমণ করেন; এতে তাদের অনেকে নিহত হয় আর অনেকে পালিয়ে যায়। যিয়াদ (রা.) তাদের বন্দিদের মুক্তও করে দেন, কিন্তু তারা দেশে ফিরে গিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। বনু আমর, বনু হারেস, আশ'আস বিন কায়েস এবং সিমত্ বিন আসওয়াদ গোত্র নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়ে যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে এবং মুরতাদ হয়ে যায়। তখন হযরত যিয়াদ (রা.) সৈন্যদল নিয়ে বনু আমরের ওপর আক্রমণ করেন, তাদের অনেককে হত্যা করেন এবং বিশাল একটি সংখ্যাকে বন্দি করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পশ্চিমধ্যে আশ'আস ও বনু হারেস গোত্র আক্রমণ করে বন্দিদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর ঐ এলাকায় অনেক গোত্রই মুরতাদ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

কিন্দা গোত্রের লোকেরা পালিয়ে গিয়ে নুজাইর নামক তাদের একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। হযরত যিয়াদ (রা.), হযরত মুহাজির (রা.) এবং হযরত ইকরামা (রা.)'র সৈন্যবাহিনী পাঁচ হাজার মুহাজির ও আনসার সাহাবা এবং অন্যান্য গোত্রবাসীদের নিয়ে তৈরী ছিল। এত বড় সৈন্যবাহিনী দেখে তারা ভীত-সম্বস্ত হয়ে ওঠে। তাদের নেতা আশআস নিজের এবং তার অন্য নয় জন সাথীকে নিরাপত্তার শর্তে দুর্গের দরজা খুলে দেয়। ভয়ংকর যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়। হযরত ইকরামা (রা.) বিজয় সংবাদ এবং বন্দিদের নিয়ে মদীনায় হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) সমস্ত বন্দিদের মুক্ত করে দেন। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধে আশআস অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে; যার ফলে তার মর্যাদা আবার বৃদ্ধি পায়। হযরত মাওত এবং কিন্দা অঞ্চলে পরিপূর্ণ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত হযরত মুহাজির (রা.) এবং হযরত ইকরামা (রা.) সেখানে অবস্থান করেন। মুরতাদ বিদ্রোহীদের সাথে এটাই ছিল শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব ভূখণ্ডে মুরতাদদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় আর সমস্ত গোত্র ইসলামি শাসন ব্যবস্থাপনার অধীনে এসে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন; মওলানা মওদুদী সাহেবের একথা লেখা যে সাহাবাগণ প্রতিটা এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা মহানবী (সা.)-এর পরবর্তিতে নবুয়্যতের দাবী করেছিল- সাহাবাগণের বক্তব্যের পরিপন্থী। মওলানা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের দাবি করেন। আফশোস! যদি তিনি এ বিষয়ে নিজের মতামত জানানোর পূর্বে ইসলামি ইতিহাস পড়ে নিতেন! তাহলে তিনি জানতে পারতেন যে মুসায়লামা কাযযাব, আসওয়াদ আনসী, সাজাহ বিনত হারিস এবং তুলায়হা বিন খোয়ালিদ আসদী- এরা প্রত্যেকেই এমন মানুষ ছিল যারা মদীনার শাসনব্যবস্থার আনুগত্য অস্বীকার করেছিল; এবং নিজের নিজের অঞ্চলে স্বাধীন শাসন ব্যবস্থার ঘোষণা দিয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন; সাহাবাগণ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তারা সরকারের প্রতি বিদ্রোহী ছিল। তারা কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। যারা বিকৃত করে ইসলামের ইতিহাসকে তুলে ধরে তারা আসলে ইসলামের কোন সেবা করছে না। যদি ইসলামের সেবাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তারা যেন আসল সত্যিটাকেই প্রাধান্য দেয়; আর সেই সাথে তারা যেন মিথ্যাচার এবং ঘটনাবলীর বিকৃত বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে।

এক ইতিহাসবিদ লিখেছেন; এখন আরবের সমস্ত বিদ্রোহের অবসান হয়ে গিয়েছিল এবং মুরতাদ

বিদ্রোহীদের দমন করা হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) দেশ জুড়ে চলা এই ফিতনাকে যে অসাধারণ দক্ষতা, দ্রুততা ও বিচক্ষণতার সাথে নিষ্পত্তি করেন এবং তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করেন- এটি একদিকে যেমন হযরত আবু বকর (রা.)'র অসাধারণ যোগ্যতা এবং পারদর্শিতার পরিচায়ক, অন্যদিকে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাঁলার সাহায্য ও সমর্থনেরও প্রমাণ। এক বছরেরও কম সময়কালে মুরতাদদের এই ফিতনা ও বিদ্রোহকে দমন করে আরবভূখণ্ডে পুনরায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এক অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইসলামের বিজয় এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন, কিন্তু এতে তাঁর এক ফোঁটাও অহংকার বা গর্ব ছিল না, কারণ তিনি জানতেন; এটি একমাত্র আল্লাহর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। নয়ত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের মাধ্যমে সারা আরবব্যাপী মুরতাদদের পরাক্রমী সৈন্যদলের সাথে মোকাবেলা করে তাদের পরাস্ত করা এবং ইসলামের সুমহান মর্যাদাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর আয়ত্তে ছিল না।

মুরতাদ বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ এবং দমন অভিযানের পরিসমাপ্তিতে হযরত আবু বকর (রা.) আগামীতে গ্রহণীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত এই চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন যে কিভাবে আরব ভূখণ্ড এবং ইসলামকে শত্রু পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রাখা যায়; কেননা মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এই দুই ক্ষমতাবান শক্তি আরবকে তাদের অধীনস্থ রাখতে চেয়েছিল। আর যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু হয় এবং বহু এলাকায় বিদ্রোহ আর ধর্মদ্রোহিতার লেলিহান অগ্নি শিখা মদীনার শাসন ব্যবস্থাপনাকে আগ্রাসন করে বসে; এটাকে মহা সুযোগ মনে করে হারকুলের সৈন্যবাহিনী সিরিয়া সীমান্তে এবং ইরানের সৈন্যবাহিনী ইরাকে একত্রিত হওয়া আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রা.)কে ইরাকে পৌঁছে লোকদের নিজের সাথে একত্রিত করার এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য লেখেন; যদি তারা স্বীকার করে তো ঠিক আছে; নয়ত তাদের থেকে জিযিয়া সংগ্রহ করার এবং অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রা.)-এর বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কেননা তাদের একটা বড় অংশ ইয়ামামার যুদ্ধে কাজে এসে ছিল; অন্য দিকে হযরত আবু বকর (রা.) বাহিনীতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে কাউকে জোর করতে নিষেধ করেছিলেন। সেই সাথে অতীতে মুরতাদ হয়ে পুনরায় মুসলমান হয়ে যাওয়া এমন কাউকে খলীফার নির্দেশনা ছাড়া ইসলামি সৈন্যবাহিনীতে शामिल করায়ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রা.)-এর আরও সৈন্যের আবেদনে হযরত আবু বকর (রা.) শুধুমাত্র একজন কা'আকা বিন আমরকে রওয়ানা করেন। লোকেরা অবাক হলে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন; যে সৈন্যবাহিনীতে কা'আকা'র মতো মানুষ রয়েছে সেটি কখনও পরাজিত হতে পারে না। অতঃপর তিনি হযরত খালিদকে লেখেন; মহানবী (সা.)'র তিরোধানের পর যারা যথারীতি ইসলাম ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল; তিনি যেন সেই সব মানুষকে নিজের বাহিনীতে যোগদানের বিষয়ে প্রাধান্য দান করেন। এই পত্রলাভের পর হযরত খালিদ (রা.) নিজের সৈন্যবাহিনীকে বিন্যাস দেওয়া আরম্ভ করেন।

ইরাকের কৃষিজীবীদের বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রজ্ঞার বিষয়ে লেখা আছে যে, আরবরা ইরাকের ভূমিতে কৃষকের কাজ করত। ইরানি জমিদার অসহায় আরবদের উপর চরম অত্যাচার করত; আর তাদের সাথে দাসদের থেকেও নিকৃষ্ট আচরণ করত। হযরত আবু বকর (রা.) যুদ্ধের সময় আরব কৃষকদেরকে কোনওরূপ কষ্ট দেয়ার এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। আর তাদেরকে একথা বোঝাতে হবে বলেন যে, এখানে আরবদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের এহেন দুর্বিষহ জীবন

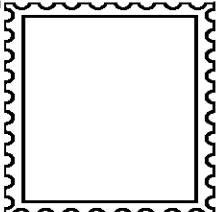
যাপন থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে; আর তাদের স্বজাতিদের কারণে প্রকৃত ন্যায় বিচার, সাম্য এবং স্বাধীনতা তারা ভোগ করবে। হযরত আবু বকর (রা.)'র এই তাৎক্ষণিক প্রজ্ঞা থেকে মুসলমানরা খুবই উপকৃত হয়। তাদের বিজয়ের রাস্তা তরাশিত হয়ে ওঠে। সম্মুখে অগ্রসরের সময় পিছন থেকে আক্রমণ হতে পারে - এই ভয় তাদের আর রইল না।

পরিশেষে হুযুর আনোয়ার বলেন; পরবর্তি যুদ্ধ এবং বিজয়ের পর্যালোচনা ইনশা আল্লাহ আগামীতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগ্ফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়াআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়াল্লাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নালাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ‘তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্করন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ’উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্ৰুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar ^(at) 15 July 2022 Distributed by	To,	
Ahmadiyya Muslim MissionP.O..... Distt.....Pin.....W.B		
বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org www.mta.tv www.ahmadiyyamuslimjamaat.in		